# কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ সাজীদ আর কখনো ফিরে আসবেন না

জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়
সংবাদদাতা

১৪ আগস্ট,
২০২৪ ১৬:৫২

শেয়ার

অ +

অ -

ইকরামুল হক সাজীদ

কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজীদ মারা গেছেন।

সাজীদ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

আজ বুধবার (১৪ আগস্ট) দুপুর সোয়া ২টায় রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান তিনি।

সাজীদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী।

সাজীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ট্রেজারার বলেন, ‘সাজীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ছেলেটা আর আমাদের মাঝে নেই। ওর মা-বাবা এই শোক কিভাবে সামলাবেন! তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।’

জানা যায়, কোটা সংস্কার আন্দোলনে এক দফা দাবিতে গত ৪ আগস্ট (রবিবার) মিরপুর এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন সাজীদ।

সেখানে পুলিশের ছোড়া একটি গুলি তার মাথায় লেগে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। সংকটাপন্ন অবস্থায় তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। পরে অপারেশনও করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার (১৪ আগস্ট) দুপুর ২টার পর মারা যান তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার বাদ আছর সিএমএইচে সাজিদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাকে গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলে নেওয়া হবে।

জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট মিরপুরে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন সাজিদ। এক পর্যায়ে মিরপুর ২ নম্বর এলাকায় হঠাৎ পুলিশের একটি গুলি তার মাথার পেছনে লাগে। মাথা ভেদ করে বুলেটটি তার চোখের পেছনে আটকে যায়।

পরে অপারেশনও করা হয়।

সাজিদের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই দায়ী সবার বিচার চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘ফ্যাসিজমের আস্তানা ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, টু জিরো টু ফোর, ফ্যাসিজম নো মোর, বিচার বিচার বিচার চাই, খুনি হাসিনা বিচার চাই’সহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহিন আলম সান বলেন, ‘আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দিতে পারি না। সাজিদের মৃত্যুতে জড়িত সবার বিচার চাই আমরা। সাজিদের হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা জবিয়ানরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।’